UNICORN
COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয় কার্টিজ রিফিল করা হয়।
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 42 ❑ 04 Jan., 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

ডেঙ্গিতে প্রয়াত নেত্রী

প্রতিনিধি ঃ মঙ্গলবার ভোরে ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল কংগ্রেস নেত্রীর। নাম মীনাক্ষী তরফদার (৫৬)। বাড়ি বাগদা থানার রামনগর এলাকায়। তিনি সোমবার বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনি বাগদা থেকে জেলা পরিষদের আসনে কংগ্রেসের টিকিটে দাঁড়িয়েছিলেন। কংগ্রেস নেতা কৃষ্ণপদ চন্দ বলেন, 'মীনাক্ষী দেবীর মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। ডেঙ্গিতেই তার মৃত্যু হয়েছে।'

বেহাল চাঁদপাড়া স্টেশান রোড, দুর্ভোগ যাত্রীদের

নীরেশ ভৌমিক ঃ দীর্ঘদিন যাবৎ রেলযাত্রীসহ এলেকার মানুষজনের যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে রয়েছে চাঁদপাড়া স্টেশান রোড। চাঁদপাড়া স্টেশনের নর্থ কেবিন থেকে দক্ষিনে সাউথ কেবিন সংলগ্ন ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি মন্দির অবধি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি বহুদিন যাবৎ বেহাল হয়ে রয়েছে। রাস্তার পিচ ও পাথর উঠে গিয়ে ইটের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে। বর্ষার সময় যাতায়াতের এই রাস্তায় জল জমে থাকে। গ্রামের স্কুলের শিশুশিক্ষার্থীদের এই বেহাল পথে যাতায়াত খুবই কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে নর্থ কেবিন থেকে শালবাগানের ভেতর দিয়ে স্টেশনের টিকিট কাউন্টার অভিমুখে যাতায়াতের রাস্তাটিও দীর্ঘদিন বেহাল অবস্থায় রয়েছে। রেলযাত্রীগণ বহুবার স্টেশন মাষ্টারকে জানিয়েও হতাশ হয়ে পড়েছেন। বেহাল রাস্তায় মাঝে মধ্যেই দুর্ঘটনায় পড়তে হয় যাত্রী সাধরণকে।

স্থানীয় সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর এলেকাবাসীর আবেদনে সাড়া দিয়ে নিজে এসে সরেজমিনে রাস্তা সহ স্টেশন ও প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন সমস্যা দেখে রেলদফতরের সাথে কথা বলে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হন। অবশেষে গত আগষ্টে প্রধানমন্ত্রী চাঁদপাড়া রেল স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন এর মর্যাদা দেন। অতঃপর মাস দুয়েক পূর্বে স্টেশনের উন্নয়নে কাজ শুরু হয়। দুই ও তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে

যাত্রী শেড নির্মানের জন্য পিলার তোলার কাজ শুরু হয়। কিন্তু অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলায় কাজ এখনও তেমন কিছু এগোয়নি। প্ল্যাটফর্মে বড় বড় গর্ত খোঁড়া রয়েছে। পাশ্ববর্তী রেল রাস্তায় পাথর বালি ছড়ানো। ফলে রেলযাত্রী সহ এলেকার মানুষজনের চলাচলে দুর্ভোগ একটুও কমেনি। বরং বেড়েছে। যাত্রী সাধারণ সহ এলেকাবাসীর দাবী, অনতিবিলম্বে রেল রাস্তার সংস্কার এবং সেই সঙ্গে ওভার ব্রিজ সম্প্রসারণ, প্ল্যাটফর্মে শৌচালয়, পানীয় জল, আলো ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হোক অনতিবিলম্বে।

মদ জুয়ার ঠেক বন্ধ করার দাবি বিধায়কের কাছে

প্রতিনিধি ঃ বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ কর্মসূচি পালন করছেন বাগদার বিধায়ক তথা বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি গিয়েছিলেন গাইঘাটা ব্লকের ধর্মপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দাসপাড়া এলাকায়। সেখানে ঘুরে ঘুরে মানুষের সমস্যার কথা শুনছিলেন তিনি। তখন একদল মহিলা এসে বিধায়কের কাছে আবেদন করেন, 'এলাকার সুষ্ঠ পরিবেশ ফিরিয়ে দিন। বিধায়কের কাছে তারা অভিযোগ করে বলেন, 'এলাকায় মদ চোলাই এবং জুয়ার ঠেক বসছে। এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। বহিরাগতদের আনাগোনা বাড়ছে। রাতে মহিলারা বাইরে যাতায়াত করতে পারেন না। বিশ্বজিৎ বাবু ঘটনাস্থল থেকেই গাইঘাটা থানার ওসি বলাই ঘোষকে বিষয়টি জানিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। বুধবার গাইঘাটার জলেশ্বর কলোনী এলাকার মহিলারা একই

অভিযোগ করেছিলেন বিশ্বজিৎ বাবুর কাছে। বিশ্বজিৎ বাবুর কথায়, ' ২০১১ সালের পর থেকে এখানে দুষ্কর্ম বন্ধ হয়েছে। মানুষ শান্তিতে বসবাস করছেন। কোন অবস্থাতেই বেআইনি কার্যকলাপ চলতে দেওয়া হবে না। পুলিশ জানিয়েছেন, বেআইনি কারবারীদের বিরুদ্ধে তল্লাশি শুরু হয়েছে। সকলকে গ্রেপ্তার করা হবে।

টিবি রোগ দূরীকরণে উদ্যোগী গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি

নীরেশ ভৌমিক ঃ টি বি বা যক্ষা রোগ মুক্ত বাংলা গড়ার উদ্যোগ গ্রহন করেছে গাইঘাটা

পঞ্চায়েত সমিতি। গত ৩ জানুয়ারী পঞ্চায়েত সমিতি নিকাশি মিত্র প্রকল্পে এলেকার টিবি রোগীদের সুস্থ্য করে তোলার লক্ষে উদ্যোগী হয়। প্রত্যেক টিবি রোগীর ঔষধ, পথ্য, পুষ্টিকর খাদ্য এবং পোষাক প্রদান করে সুস্থ্য করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কাজ শুরু করে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাকচির উদ্যোগে এদিন ঠাকুরনগরে অবস্থিত চাঁদপাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে সেখানে উপস্থিত টিবি রোগীদের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য, শীতবস্ত্র কম্বল ও জামা কাপড় ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। সভাপতি শ্রীমতী ইলা বাকচি জানান, এদিন মোট ১৪৫ জন রোগীর হাতে খাদ্য বস্ত্র সহ বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় পাতায়...

ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে অনৈতিকভাবে টাকা নেওয়ার অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে

প্রতিনিধি ঃ প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়াদের কার কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে দেড়শ টাকা। রশিদ ছাড়া এই টাকা নেওয়া এবং কেন টাকা নেওয়া হচ্ছে সেই প্রশ্ন স্কুলের সামনে বিক্ষোভে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকেরা। তাদের সঙ্গে এই আন্দোলনে সামিল হলেন বিজেপি। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতাজী পল্লী এলাকার মামা ভাগিনা আর পি স্কুলে। টাকা নেওয়ার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূলও।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মামা ভাগিনা আরপি স্কুলে প্রায় ১২০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। স্কুলে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস হয়। অভিভাবকেরা জানিয়েছেন, তারা প্রত্যন্ত গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ। স্কুল থেকে বাচ্চাদের বলা হয়, ভর্তির সময় একাধিক প্রয়োজনে দেড়শ টাকা করে দিতে হবে। বাধ্য হয়ে আমরা টাকা দিয়েছি। টাকা দেওয়ার কথা জানিয়েছে একাধিক ছাত্র-ছাত্রী।

খবর পেয়ে এদিন সকালে স্কুলের সামনে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি হাজির হয় বিজেপির নেতাকর্মীরা। বিজেপির অভিযোগ, স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুদেব বিশ্বাস প্রত্যন্ত গ্রামের গরিব পড়ুয়াদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে অনৈতিকভাবে। স্থানীয় তৃণমূলের বদান্যতায় এই টাকা নিচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে তৃণমূল সরকার যে দুর্নীতি করছে, টাকা নেওয়ার ঘটনা সেটাই প্রমাণ করলো। অবিলম্বে টাকা ফেরত না দিলে তারা বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করবে।

তৃতীয় পাতায়...

যোগাসনে একই দিনে দুটি প্রতিযোগিতায় প্রথম চাঁদপাড়ার অংকিতা

নীরেশ ভৌমিক ঃ যোগাসনে ইতিমধ্যে বহু পুরস্কার লাভ করেছে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা অমিয় বালার একমাত্র কন্যা বছর তেরোর অঙ্কিতা। গত ৩ জানুয়ারী একই দিনে দুটি প্রতিযোগিতাতেই প্রথম স্থান অর্জন করেছে অংকিতা তার মুকুটে আরও দুটি সাফল্যের পালক গুজতে সক্ষম হল।

এদিন মধ্যাহ্নে গোপালনগর নহাটা হাইস্কুলের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত যোগাসন প্রতিযোগিতায় অনুর্দ্ধ ১৪ বৎসর বয়সের গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করে সে। এদিনই সন্ধ্যায় বনগাঁ টাউনহলে বনগাঁ পৌর উৎসব -২০২৪ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত যোগাসন প্রতিযোগিতায় অনুর্দ্ধ ১৪-১৮ বৎসর গ্রুপেও অংশ নিয়ে সেরার শিরোপা লাভ করে অংকিতা। দুটি প্রতিযোগিতাতেই উদ্যোক্তারা সুদৃশ্য ট্রপি, মেডেল ও শংসাপত্র ছোট্ট অঙ্কিতার হাতে তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান এবং তার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন। অঙ্কিতার একই দিনে দুটি সেরা সেরা

পুরস্কার লাভে অতিশয় খুশি তাঁর আত্মীয় পরিজন সহ পাড়া প্রতিবেশীগণ।

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা

চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA,
RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI,
LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ৪২ ❐ ০৪ জানুয়ারী, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

মশা চিনুন; সর্তক হোন

রাজ্য জুড়ে ডেঙ্গির দাপট। ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার মানুষ ডেঙ্গি জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যুর হারও বেড়ে চলেছে। কিন্তু সতর্ক হবেন কীভাবে! কীভাবে চিনবেন ডেঙ্গি মশা। প্রায় সবারই জানা, এডিস ইজিপ্টি নামে এক বিশেষ প্রজাতির মশা এই রোগের বাহক। জেনে নিন, কেমন দেখতে হয় এই মশা। এডিস ইজিপ্টি মশা, অর্থাৎ ডেঙ্গির মশা গাঢ় কালো রঙের হয়। পায়ে থাকে সাদা সাদা দাগ। সাধারণ মশার থেকে আকারে ছোট হয় এডিস ইজিপ্টি। দৈর্ঘ্য মাত্র ৪ থেকে ৭ মিলিমিটার। স্ত্রী মশারা পুরুষদের তুলনায় লম্বা হয়। এরা খুব বেশি উড়তে পারে না। ডেঙ্গির মশা বেশিরভাগই দিনের বেলায় কামড়ায়। দিনের বেলায় এই মশা সবথেকে বেশি সক্রিয় থাকে। সূর্য ওঠার দু'ঘণ্টা পর থেকেই দাপট বাড়ায় ডেঙ্গির মশা। ডেঙ্গির মশার বিপদ দিনেই বেশি বলে জানিয়েছে বিশেষজ্ঞ মহলও। সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা আগে থেকেই ক্ষমতা কমে এই মশার। তাই দুপুরে সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গির মশার উপদ্রব।

ভালো নলেন গুড় ও জয়নগরের মোয়া শিল্প সংকটে

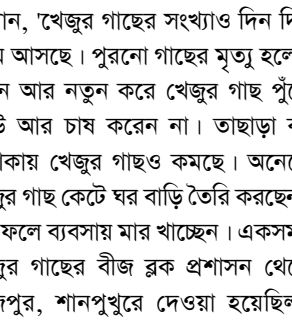

নির্মল বিশ্বাস

এখন শীতের মরসুম। প্রতিবারের মতো এ বছরেও বাজারে ভালো খেজুরের গুড় ও পাটালির জোগান খুবই কম। কয়েক দিন আগেই শুরু হয়েছে মোয়ার মরসুম। অথচ এবছর শিউলি আর খেজুর গাছের অভাবে সব চেয়ে বেশি সংকটে পড়েছে জয়নগরের মোয়া শিল্প। শীত শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নলেন গুড় আর পাটালির চাহিদা বাড়ে। তাই শিউলিরা খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে কাঠের আঁচে সেই রস ফুটিয়ে তৈরি করেন গুড়। সেই নতুন গুড় থেকেই গ্রামের মানুষেরা পিঠে, পুলি, পায়েস ও মোয়া তৈরি করেন। আর উৎকৃষ্ট মানের নলেন গুড়ে তৈরি হয় সন্দেশ, ভালো পাটালি, রসগোল্লা ও জয়নগরের মোয়া। তবে সত্যি কথা বলতে কি নলেন গুড়ের দই ছাড়া বাংলা শীতের মৌতাত জমে না।

এই বাংলায় শীত এলেই শিউলিরা গাছ ঝোড়ানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কনকনে শীত মানেই মাটির কলসির খেজুর রস উপচে পড়ে। স্বাদ আর গন্ধে নলেন গুড়ের সমতুল্য আর কোনও গুড় নেই। তবে বাঙালির শীতের রসনা পরিতৃপ্ত করতে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে গুড় তৈরি করেন তাঁদের আর্থিক চাহিদা কোনওভাবেই পূরণ হয় না।

তাছাড়া প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় ঘরের মজুত রাখা গুড় ফুরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মহাজনের ধার শোধ করতে গিয়ে শিউলিদের মুখের হাসি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। জয়নগরের এক চাষি বলরাম ঘোষ জানান, 'খেজুর গাছের সংখ্যাও দিন দিন কমে আসছে। পুরনো গাছের মৃত্যু হলেও এখন আর নতুন করে খেজুর গাছ পুঁতে কেউ আর চাষ করেন না। তাছাড়া বহু এলাকায় খেজুর গাছও কমছে। অনেকে খেজুর গাছ কেটে ঘর বাড়ি তৈরি করছেন। এর ফলে ব্যবসায় মার খাচ্ছেন। একসময় খেজুর গাছের বীজ ব্লক প্রশাসন থেকে তাজপুর, শানপুখুরে দেওয়া হয়েছিল। গাছও হয়েছিল কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেসব গাছের মৃত্যু ঘটেছে।'

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কিছু গাছের মৃত্যু হয়েছে। সরকারি উদ্যোগ নেওয়া উচিত। এ ব্যাপারে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুর জেলা শাসক চিত্রদীপ সেন বলেন, 'বিষয়টি দেখব।'

জয়নগর ও বহড়ুর মোয়ার খ্যাতি সারা বাংলা জুড়ে। খেজুর গাছ কেটে পাওয়া রস থেকেই তৈরি হয় নলেন গুড়। এটিই মোয়া তৈরির অন্যতম উপাদান। আর খেজুর গাছ কাটেন যাঁরা তাঁদেরকে শিউলি বলা হয়। বর্তমানে সেই সঙ্গে শিউলির সংখ্যাও কমে আসছে। কেন না, বাপ-ঠাকুর্দার পেশায় আজকের নবীন প্রজন্মের যুবকেরা আর আসতে চাইছে না। তাই বাধ্য হয়ে শিউলি সংগ্রহ করতে হচ্ছে বাইরে থেকে। যেমন, বহড়ু ও জয়নগরের খেজুর গাছ কাটতে স্থানীয়দের বদলে আসছেন মথুরাপুর ও মন্দিরবাজারের শিউলিরা। বহড়ু এলাকার রহিম মণ্ডল নামে এক শিউলি জানালেন, 'আগে এলাকায় সত্তর আশিজন শিউলি ছিলেন। এখন তা কমে পনেরো কুড়ি শিউলি আছেন। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এই পেশায় আসতে চাইছেন না। এই পেশার জন্য কোনও সরকারি সাহায্য আমরা পাই না।'

এক মোয়া কারবারি সুজন বিশ্বাস বলেন, 'একটা খেজুর গাছে একবার হাঁড়ি দেওয়া হলে যতটা রস পাওয়া যায় তা থেকে দু' কিলো গুড় মেলে। সেই গাছের সংখ্যা বহড়ু ও জয়নগর অঞ্চলে কমে গিয়েছে। দু' কিলো ভালো গুড় তৈরি করতে যে খরচ তা পুরোটা পাওয়া যায় না। সে কারণে অনেক পুরনো শিউলি একাজ ছেড়ে দিয়েছেন।'

একসময় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক, মন্দারমণি, হলদিয়া, জুনপুট, শঙ্করপুর, খেজুরি, কাঁথি, দীঘা সহ নানা পর্যটন কেন্দ্রে বাড়তি আকর্ষণ ছিল খেজুরের টাটকা রস, নলেন পাটালি, সন্দেশ ও মোয়া। সেদিনের কুয়াশা মাখা ভোরে হোটেলের দরজায় দরজায় শিউলিরা পর্যটকদের কাছে টাটকা খেজুরের রস পৌঁছে দিতেন। সেসব দিন আর নেই। এখন সে জায়গা দখল করে নিয়েছে গরম চা আর কফি। এখন বেয়ারারা তা পৌঁছে দিচ্ছেন।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বাসন্তী, গোসাবা, ধনেখালি, বারুইপুর, লক্ষ্মীকান্ত

'খ'-এর পাতায়

অজানা ইতিহাস

গাংনাপুর দেবলগড়ের পুরাতত্ত্ব

অজয় মজুমদার

বছরের শেষ দিন ৩১শে ডিসেম্বর আমরা বাসন্তী প্রেস সাহিত্য ক্লাবের সদস্যরা পিকনিক ও পুরাতত্ত্বের পাঠ নিতে যাই দেবলগড়ে। আমাদের টিম লিডার দিলীপ দে। উনি আমাদের আগে থেকে কিছুই বলেননি। সবটাই উনি চমক দেওয়ার জন্য আড়ালে রেখেছিলেন। এখানকার পুরাতত্ত্ব কীর্তি দেখে আমরা সেদিন মোহিত হয়েছিলাম। গাংনাপুর স্টেশন থেকে দশ মিনিটের রাস্তা দেবলগড় পুরাতত্ত্বের অফিস ও মিউজিয়াম। আমরা বনগাঁ রানাঘাট লাইনে কুড়ি মিনিট ট্রেন যোগে গাংনাপুর পৌছালাম। সেখান থেকে টোটো করে আমাদের গন্তব্যস্থলে অর্থাৎ নতুন পোস্ট অফিস স্টপেজে পৌঁছালাম। ওখানেই দেবালগড় পুরাতত্ত্বের মিউজিয়াম।

বেশ কয়েক বছর ধরেই মাটি খনন করে পাওয়া যাচ্ছিল পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন। কোথাও শ্বেতপাথরের প্রদীপ, আবার কোথাও পোড়া মাটির কলসি। আর এই দেখেই ভিড় জমিয়েছিলেন ইতিহাস প্রিয় মানুষজন। বেশ কয়েক বছর ধরে এরকম বিভিন্ন জিনিস সংগ্রহের পর অবশেষে একটি সংগ্রহশালা চালু করলেন দেবগ্রাম গ্রামীণ পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার মাননীয় চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস মহাশয়। তাঁর বাড়িতেই মিউজিয়াম স্থান পেলো। বহু পত্র পত্রিকা এ .বিষয়ে লেখা প্রকাশ করে। আমরাও কিছুদিন আগে চন্দ্রকেতুগড় দেখতে গিয়েছিলাম ও সেখানকার পাওয়া বেশ কিছু পুরা নিদর্শন কলকাতা আশুতোষ সংগ্রহশালা ও প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে সংরক্ষিত হয়েছে। সেই অর্থে দেবলগড়ের প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয় তেমন কিছু গুরুত্ব পায়নি। অথচ এটাও গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল।

দেবলগড় থেকে প্রাপ্ত পাল যুগের ব্রোঞ্জ নির্মিত বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়। এই বুদ্ধমূর্তি এখানে প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তারের প্রমাণ দেয়। একটি মূর্তি পাওয়া যায় যা

উচ্চ পদ্মাসনে ধ্যানস্ত এবং আকৃতিতে অস্বাভাবিক বড়। মাথায় জটা, চূড়া এবং উপবিত-র উপস্থিতি মূর্তিটিকে মহেশ্বরের সাথে সাদৃশ যুক্ত করেছে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, গৌতম বুদ্ধের বহু মূর্তিতে আমরা উপবিত লক্ষ্য রাখতে পারি। কারণ শাক্যসিংহ ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশীয়। ওড়িশা এবং মধ্যপ্রদেশে তাঁর বহু মূর্তিতে আমরা এ রূপ দেখতে পাই। পাওয়া যায় সেন যুগের নকসা করা মৃৎ পত্রের অংশ, জলপ্রদীপ এবং ধূপদানী। বুদ্ধের আরতি করার জন্য ঠিক হাতের তালুর মত হতো ধূপদানি। আর পাওয়া গেছিলো বেশকিছু প্রদীপ যার আরেকটি ছোট প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট অংশ ছিল। তাতে একটি ছোট্ট ছিদ্র থাকত। ওই ছিদ্রগুলো জলপূর্ণ করে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ হাতে বুদ্ধের আরতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে।

দেবগ্রামে স্তরীভূত সভ্যতার সবচেয়ে নিচের স্তর থেকে যে প্রত্নবস্তুগুলি পাওয়া যায়, বিশেষজ্ঞদের অভিমত হলো সেগুলি গুপ্ত যুগের এবং পাল যুগের। সেন যুগের যেসব পুরা বস্তু পাওয়া গেছে তার মধ্যেও আছে অসংখ্য মৃৎপাত্র। উল্লেখযোগ্য বস্তুগুলি হল অপূর্ব জল প্রদীপ এবং হস্ত ধৃত প্রদীপ, অসংখ্য দোয়াত, ফুলদানি, বিগ্রহের অংশ বিশেষ। প্রচুর পরিমানে নিত্য

ব্যবহারের থালা, বাটি, গ্লাস, জল ভরার ঘড়া। বেশ কিছু মাটির তৈরি অলংকার পাওয়া গেছে, যেমন মাটির পুঁতির লকেট, কানের দুল ইত্যাদি। হিজরি ১২৫৫ খ্রিস্টাব্দের রৌপ্যমুদ্রা এবং ১২৩৭ হিজরিতে মুদ্রিত সম্রাট শাহ আলমের তাম্র মুদ্রার নিদর্শন পাওয়া গেছে । এর পর অর্থাৎ উপরের স্তরে পাওয়া উচিত ছিল ইংরেজদের কোম্পানি যুগ। কিন্তু তা পাওয়া যায়নি । হয়তো তা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা ভয়াবহ মারণ রোগে মানুষকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

আজ ওই অঞ্চলে যতটুকু প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হয়েছে তা সবটাই ওই গ্রামীণ পোস্টমাস্টার চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস এর সচেষ্ট গবেষণায়। তাঁর নেতৃত্বে এলাকার যুবসমাজকে উৎসাহিত করে এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছেন। তাঁর নিরন্তর গবেষণা আজও চলেছে। সরকারি স্তরের কোন উদ্যোগই নেই। কজনই বা চিত্তরঞ্জন বিশ্বাসের উদ্যোগের কথা জানেন, আমরাও জানতাম না। ওখানে গিয়ে সবকিছু দেখতে পেয়েছি। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে ওই মানুষটির কাছে ।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ দুশো বছর আগেই ওই প্রাসাদটি লুপ্তপ্রায় হয়েছিল। লুপ্তপ্রায় হলেও এখন ওটা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়নি। এই বড় বাড়িটি ঐতিহাসিক দেবল রাজার গড়। যার চারিদিকে মাটির প্রাচীর এবং চওড়া পরিখা এখনও অনেক জায়গায় দেখা যায়। একটিমাত্র মাটির গম্বুজ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে এখনো অস্তিত্ব আছে। যার উচ্চতা মোটামুটি ৩০-৪০ ফুট হবে। গম্বুজের উপরে উঠলে ২/৩ মাইল দূর পর্যন্ত দেখা যায়। আমাদের মধ্যে অনেকেই ওই টিলার উপর উঠেছিলেন তাদেরও একই অভিমত। আমাদের রবীনদার মত সব বিষয়ে জ্ঞানী মানুষ টিলায় উঠে নামতে পারছিলেন না। বর্তমানে এই টিলাটি ফরেস্টের মধ্যে পড়ছে। এই ফরেস্টের নাম হলো দেবগ্রাম সংরক্ষিত বন। ৩০.৯২ হেক্টর জমির উপরে এই সংরক্ষিত বনটি অবস্থিত। এটি পশ্চিমবঙ্গ বন বিভাগ নদিয়া মুর্শিদাবাদ ভাগ দেবগ্রাম সংরক্ষিত বন। বনের মধ্যে নানা রকম গাছ; রয়েছে সেগুন, শিশু, অর্জুন, খয়ের, লুসেন্টা, কিছু শাল প্রভৃতি। আরো কিছু নাম না জানা গাছ রয়েছে। বনবিভাগের বিট অফিসার না থাকায় বন বিষয়ে আলোচনা করতে পারিনি। তবে স্থানীয় মানুষের নিকট থেকে জেনেছি প্রচুর শেয়াল ও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত প্রজাতির সাপই এই অরণ্যে রয়েছে। বনের মধ্যে অনেক রাস্তা হেঁটে গেছিলাম। শীতকাল সাপের ভয়ও কম ছিল। আমি অরূপ, স্বপনদা, নির্মলদা এবং আকাইপুরের গায়ক একসঙ্গে ছিলাম। সেজন্য টিলায় উঠে দেখা হয় নি।

ক্ষেত্রসমীক্ষা ঃ- দেবলপুর পুরাতত্বের ক্ষেত্রসমীক্ষা হয়েছিল ১৯৭০ থেকে ৭১ সালে। ১৮৯৬ সালে একটি বই প্রথম সন্ধান দিয়েছিল যে, দেবলগড়ের মাটি চাপা পড়া স্থাপত্য নিঃসন্দেহে প্রমাণ দেয় পাল, সেন যুগের এক ভুলে যাওয়া সভ্যতাকে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পুরাতত্ত্ব বিভাগের তৎকালীন আধিকারিক শ্রদ্ধেয় পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত সরজমিনে অনুসন্ধান করেছিলেন। নয়ের দশক শেষ থেকে সমীক্ষা শুরু করেছিলেন শ্রদ্ধেয় দেবী শংকর মিদ্দা মহাশয়। খোঁজ করছেন হারিয়ে যাওয়া বিক্রমপুরের।

দশকের পর দশক ধরে পেশাদার পুরাতত্ত্ববিদ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলেই জানিয়েছেন মাটি চাপা পড়ে থাকা দেবলগড়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনার কথা। প্রয়োজন ছিল বিশাল. অংশগুলিকে জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অঞ্চলের নিবিড় ক্ষেত্রে অনুসন্ধান। অসংখ্য প্রত্নবস্তুকে সনাক্ত করা, উদ্ধার করা এবং সংরক্ষণের কাজ ,যা প্রতিদিন চাষীর লাঙলে, জেসিবি মেশিনের দানবীয় আঁচড়ে বা বাড়িঘর তৈরি করার কাজের সময় গুড়িয়ে নষ্ট হচ্ছে অবহেলায়। সংগ্রহের এই উদ্যোগকে বাস্ত বায়িত করতে এগিয়ে আসেন ভূমিপুত্র, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্টার এবং বর্তমানে অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মাননীয় শ্রী সুনীল কুমার সরকার মহাশয়। তাঁরই উদ্যোগে এবং অর্থানুকুল্যে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে

'খ'-এর পাতায়

নববর্ষে বর্ষবরণ ও চড়ুইভাতি ডেওপুল মিশন তপোবনের

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরের মতো এবারও পয়লা জানুয়ারি ইংরেজি নববর্ষের (২০২৪) দিন বর্ষবরণ এবং সেই সঙ্গে চড়ুইভাতির আয়োজন করে গাইঘাটার ডেওপুলের মিশন তপোবন কর্তৃপক্ষ। এদিন সকালেই বারাসাত, বনগাঁ, কলকাতা সহ এলেকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মিশন তপোবনের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ী গন মিশন অঙ্গনে এসে সমবেত হন। সেখানে মিশনের কর্নধার ধর্মপ্রান বিশিষ্ট সমাজসেবি সুভাষ মহন্ত সমবেত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

এরপর সমবেত সকলে বাস, বাইক ও ছোট গাড়িতে করে চড়ুইভাতি স্থল শশাডাঙা বাওড় অভিমুখে যাত্রা করেন। বাওড়ের পাড়ে মেহগিনি বাগানের বনভোজনের স্থলে বাগান মালিক মণ্ডলবাবু সকলকে স্বাগত জানান। ছিলেন মিশনের অন্যতম কর্নধার নলিনী রঞ্জন সানা। আগে থেকে সেখানে রান্নার লোকজন উপস্থিত ছিলেন অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা সকলের হাতে লুচি ও ছোলার ডাল, তুলে দেন। টিফিন করে সকলে বাওড়ের অতল জলরাশি, বাগান সবজি ক্ষেত ঘুরে দেখেন। এরপর শুরু হয় বর্ষবরণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চড়ুইভাতিতে উপস্থিত ছোট বড় অনেকেই সংগীত নৃত্য আবৃত্তি ইত্যাদি পরিবেশনের মাধ্যমে নববর্ষকে স্বাগত জানান।

অবশেষে সভাষবাবু মেহগিনি বাগানের উন্মুক্ত সবুজ প্রান্তরে দুই শতাধিক সুধী জনকে চড়ুউভাতির বনভোজনে আপ্যায়িত করেন নুন লেবু, ঘি, ভাত থেকে শুরু করে নানা পদ, সবশেষে শেষ পাতের চাটনি পাঁপড়, মিষ্টি, পায়েশ ও মুখশুদ্ধি আমলকিতে সকলে তৃপ্ত হন। চড়ুইভাতিতে ড. শ্যাম উপাধ্যায়সহ শিক্ষক অধ্যাপক সাংবাদিক চিকিৎসক সহ বহু বিশিষ্ট জনের উপস্থিতি এবং সেই সঙ্গে সমাজকর্মী ফনীভূষন মণ্ডল, প্রনব পাল, অপূর্ব রায়, চন্ডীচরন চক্রবর্তী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের আন্তরিক প্রয়াসে এদিনের মিশন তপোবন আয়োজিত চড়ুইভাতি বেশ প্রানবন্ত হয়ে ওঠে। মিশন তপোবনের কর্ণধার সুভাষ মহন্তের ব্যবস্থাপনায় তেঁতুলবেড়িয়া গ্রামের বাংলাদেশ সীমান্তের ইছামতী নদী, নীলকুঠি ও প্রাচীন মন্দির দর্শন করে আসেন।

দীঘা শক্তিসংঘের রক্তদান ও নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৫ ডিসেম্বর সকালে জাতীয় ও ক্লাব পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে মহাসমারোহে শুরু হয় চাঁদপাড়ার দীঘা শক্তি সংঘ আয়োজিত ৫ দিন ব্যাপী বাৎসরিক সাংস্কৃতিক মিলন উৎসব। মধ্যাহ্নে অনুষ্ঠিত স্বেচ্ছারক্তদান শিবিরে ৬০ জন গ্রামবাসী ও ক্লাব সদস্য স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের মধ্য বেশ কয়েজন মহিলার উপস্থিতি চোখে পড়ে। সন্ধ্যায় দীঘা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনের সুসজ্জিত মঞ্চে মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন করে আয়োজিত উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজকর্মী শ্যামল বিশ্বাস। অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক বিমল কৃষ্ণ ঘোষের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ডুমা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান ও গ্রামবাসী লক্ষ্মী ঘোষ, সদস্য সুব্রত বৈদ্য, পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বাপী দাস, শিক্ষাবন্ধু নির্মল ঘোষ, প্রাক্তন সৈনিক তারাপদ সরকার, গ্রামবাসী হরেন ঘোষ, সঞ্জয় মালাকার, সন্তোষ ঘোষ, প্রবীর মজুমদার প্রমুখ। সংঘের সভাপতি সত্যজিৎ হালদার (পিন্টু) ও সম্পাদক ক্ষুদিরাম বনিক সকলকে স্বাগত জানান। ক্লাব সদস্যগণ সকলকে প্রস্ফুটিত লাল গোলাপ দিয়ে বরণ করে নন। উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা তাঁদের বক্তব্যে রক্তদানের মতো মহৎ দানের জন্য এবং সেই সঙ্গে সুস্থ সংস্কৃতির চর্চাও প্রসারে এধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য শক্তি সংঘের সকল সদস্যগণকে সাধুবাদ জানান। সদস্য প্রসেনজিৎ রায়ের পরিচালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বেশ প্রানবন্ত হয়ে ওঠে। এদিনের বাংলা ব্যাণ্ডের সংগীতানুষ্ঠানের শুরুতে গ্রামের ছেলেমেয়েরা কবিতা আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করে। ৫দিন ব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ছাড়াও ছিল বহিরাগত শিল্পী সমন্বয়ে মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান, বাউল ও লোকসংগীতের অনুষ্ঠান। সম্পাদক শ্রী বনিক জানান, ২৯ ডিসেম্বর উৎসবের শেষ দিনে বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে বহু মানুষের উপস্থিতি চোখে পড়ে। শক্তি সংঘের এই মিলনোৎসবকে ঘিরে গ্রামবাসীগণের মধ্যে বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ চোখে পড়ে।

টিবি রোগ

তৃতীয় পাতায়...

আগামী ৬ মাস পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃপক্ষ টিবি মুক্ত বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই রোগীদের সেবা শুশ্রুসার দায়িত্ব নিচ্ছেন বলে সভাপতি ইলা দেবী আরোও জানান। এদিনের কর্মসূচীকে সার্থক করে তুলতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন বিডিও নীলাদ্রি সরকার, বিএমওএইচ সুজন গায়েন, সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মধুসুদন সিংহসহ সদস্যগণ।

সৃজন এর নৃত্যানুষ্ঠান

সঞ্জিত সাহা ঃ গত ২ জানুয়ারী সাড়ম্বরে শুরু হয় মছলন্দপুরের ঐতিহ্যবাহী বয়েজ ক্লাবের বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব। এদিন সন্ধ্যায় বহু বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে শুরু হয় ৫ দিন ব্যাপী আয়োজিত বার্ষিক উৎসবের। সংস্থার ছোট বড় নৃত্যশিল্পীগণের দর্শনীয় নৃত্যশৈলী সমবেত দর্শক মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। উৎসবের উদ্বোধনী দিনে নৃত্যশিক্ষিকা রণিতা ম্যাডামের নির্দেশনায় সৃজন এর নৃত্যানুষ্ঠান সমবেত সংস্কৃতিপ্রেমী সুধীজনের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে।

অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে

এদিন প্রধান শিক্ষক স্কুলে না এলেও সহশিক্ষকরা টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করে নেন। এক শিক্ষকের কথায়, 'প্রধান শিক্ষক জানিয়েছিলেন রেজুলেশন করে টাকা নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে আমরা কিছু বলতে পারব না।' যদিও চাপে পড়ে টাকা ফেরত দেওয়ার কথা ঘোষণা প্রধান শিক্ষকের। প্রধান শিক্ষক স্কুলে না এলেও সহশিক্ষকরা জানান, প্রধান শিক্ষক টাকা ফেরত দিতে বলেছে।

এ বিষয়ে তৃণমূলের বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির পুর্ত কর্মাধ্যক্ষ পরিতোষ কুমার সাহা বলেন, 'আমাদের লোকজন গিয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে জানতে চেয়েছিল।

প্রথমপাতার পর...

আমাদের সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে। টাকা নেওয়ার বিষয়টি কোনভাবেই বরদাস্ত করে না। আমি এসআই অফ স্কুলকে ফোন করে জানাই এবং আমাদের স্থানীয় মেম্বাররা গিয়ে টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বলেছে। প্রধান শিক্ষক ফেরত দিচ্ছে।

মা রক্ষা কালীর আশীর্বাদ ধন্যা তন্ত্র সাধিকা

ASTROLOGER (KP & BAIDIK)

বেদাংশি শাস্ত্রি (বীণা) বাস্তু দোষ থেকে শুরু করে জীবনের যে কোন সমস্যা, যেমন বিয়ে, চাকুরি, ব্যবসা, পড়াশুনা, ক্ষতিকাটা, বগাবগি চালান, তাবিজ-কবজ করা ইত্যাদি সব ধরনের সমস্যা সমাধানে সিদ্ধহস্তা। গ্যারান্টি সহকারে কাজ করা হয়।

ঃ যোগাযোগ ঃ

চাঁদপাড়া স্টেশন সংলগ্ন নিজ গৃহ ও মন্দির

মাতারাণি এ্যাস্ট্রোলজি সেন্টার, Mob.- 8670690426

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

সবিতা অ্যাড এজেন্সি

বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...

M. 9474743020

মন ভরানো হাসির শর্ট ফিল্মস্, ওয়েব সিরিজ দেখার জন্য স্ক্যান করুন আমাদের এই কোডে অথবা ইউটিউবে সার্চ করুন

www.youtube.com/@monalisafilms5673

বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন— ৯৭৩৩০৮৭৬২৬

মোনালিসা ফিল্মস্ বনগাঁ

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ৩০ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত কাঠের ফার্ণিচারের জন্য Mob. : 9733087626

মোনালিসা ফার্ণিচার

সেবার সাহিত্য সভায় রাসমোহন দত্ত স্মৃতি সম্মান পেল মছলন্দপুরের ইমন মাইম

সঞ্জিত সাহা ঃ গোবরডাঙ্গার সেবা ফার্মার্স সমিতি আয়োজিত বর্ষশেষের সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয় মছলন্দপুরের ঘোষপুর বানপ্রস্থ সেবা আশ্রমে।

সভায় বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন বর্ষিয়ান সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস, কবি স্বপন বালা, সাংবাদিক সরোজ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট লেখক পাঁচুগোপাল হাজরা, শিক্ষক কালিপদ সরকার ও চিকিৎসক ডাঃ এন সি কর প্রমুখ। সেবা সমিতির সম্পাদক গোবিন্দ লাল মজুমদার সকলকে স্বাগত জানান। উপস্থিত সকলে প্রয়াত রাসমোহন দত্তের প্রতিকৃতিতে ফুলমালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান।

এদিনের সভায় ছোটরা অংকন প্রতিযোগিতা ছাড়াও সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি ও নাটক পরিবেশনে অংশ নেন। বিভিন্ন এলেকা থেকে আগত কবিগণ স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

সমিতির সম্পাদক গোবিন্দ বাবু কয়েকজন সুস্থ মানুষজনের হাতে বস্ত্র ও খাবার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। সেই সঙ্গে প্রয়াত রাসমোহন দত্ত স্মৃতি পুরস্কার পাঁচ হাজার টাকা তুলে দেন মছলন্দপুরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা ইমন মাইম সেন্টার এর পরিচালক বিশিষ্ট মূকাভিনেতা ধীরাজ হাওলাদারের হাতে। উপস্থিত ছিলেন সেবা সমিতির সভাপতি হিমাদ্রী গোমস্তা সহ সেবকগণ।

পাঁচুগোপাল হাজরার পরিচালনায় এদিনের সভা বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

ছবিঃ প্রতিবেদক

সার্বভৌম সমাচার
স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

HALL MARK

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। **চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন 8967028106 নম্বরে।**
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা
গণদর্পণ
নাট্য সংস্থা • স্থাপিত ঃ- ২০২২

আমাদের প্রযোজিত নাটকঃ-

"বুড়া পিড়ের দরগা তলায়"
রচনা : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ,
নির্দেশনা:মিলন কর্মকার।

"ভারাটে চাই"
রচনা: নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়,
নির্দেশনা: মিলন কর্মকার

"লক্ষী কুলের দাড়ি"
রচনা ও নির্দেশনায়: ফিলিক্স সরকার ।

"শান্তি রক্ষা"
রচনা: বৃন্দাবন দাস।
নির্দেশনা: মিলন ও ফিলিক্স।

" আগন্তুক "
রচনা: নোটন নাহা ।
নির্দেশনা: মিলন কর্মকার।

"দারি বিস্ত্রাট "
নাটক : নারায়ন চন্দ্র দাস ।
নির্দেশনা: মিলন কর্মকার।

"অমৃত সুধা "
নাটক ও নির্দেশনা: মিলন কর্মকার।

আমন্ত্রিত অনুষ্ঠানের জন্য:+916296510813
+919732461074

স্থাপিতঃ ২০০৩

পরশ সোস্যাল এন্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন

মূকাভিনয়, নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত, অঙ্কন, যোগব্যায়াম- প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

আমন্ত্রিত অনুষ্ঠানের জন্য যোগাযোগ করুন—

শিমুলপুর (পি. আর. ঠাকুর পল্লী), পোঃ - ঠাকুরনগর, জেলা- উঃ ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩২৮৭, পশ্চিমবঙ্গ
ইমেল- saswata_mime@reddifmail.com ফোন- 9231638708

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ১২ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত স্টীল ফার্ণিচারের জন্য যোগাযোগ করুন— **Mob. : 9733087626**

টাইগার স্টীল ফার্ণিচার

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

Sarbabhauma Samachar ❐ ০৪ জানুয়ারী, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

ইংরাজী নববর্ষের শুভেচ্ছায় সার্বভৌম সমাচার

নরক

সৌমেন সরকার

— ‘‘যুদ্ধ নয়, এ যেন এক নরকীয় হত্যাকান্ড!’’ প্রনবেশ বলল।

— ‘‘একদম ঠিক বলেছ। কে মারছে, কাকে মারছে; কেনই বা মারছে কোন কিছুরই হদিস সঠিক ভাবে পাওয়া দুষ্কর। সবই যেন অস্পষ্টতার আবরনে আবৃত। অন্ধকারাচ্ছন্ন!’’ উত্তর দিল নব্যেন্দু।

— ‘‘পৃথিবী হঠাৎ এমন জ্বলন্ত নরকপিন্ডে পরিনত হল কেন বলত!’’ ত্রিকোন পার্কে সময়ের মুখে অফিসে বসে দুই বন্ধুর কথাবার্তা শুনছিলাম। সম্পাদক কার্তিকদার কোন পাত্তাই নেই।

প্রনবেশ। ‘‘রোহিঙ্গাঁ নরনারীর দোষ কি ছিল কে জানে! হঠাৎ কেন যে সেনাবাহিনী এমন বর্বর হয়ে উঠল! কারও দেহ বিদ্ধ বুলেটে কারও বা ক্ষতবিক্ষত। কোথাও বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দেহাংশ। বিচিত্র ভঙ্গিঁতে ধর্ষিতাদের যেন খুবলে খাচ্ছে সব নরখাদকের দল! এমনকি শিশুরাও পরিনত হয়েছে সবে।’’

নব্যেন্দু। ‘‘তুমি সিরিয়ার কথাটা একবার ভাব ভাই। সেখানে নেমে এসেছে দ্বিতীয় নরক। নরমাংসলুলপরা গো-ভাগাড়ে বসে সবকিছু যেন ভাগবাঁটোয়ারা করছে! ওই ‘‘ যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই’’ — বর্ণিত আজ নিতান্তই ব্যর্থ পরিহাসেব. মত লাগছে। শ্রষ্টা শ্রেষ্ট কীর্তি আজ পরিনত হয়েছে নরকে!’’

প্রনবেশ। ‘‘আমার মনে হয় মানুষগুলোকে মারার জন্য ওদের কোন ড্রাগ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। নইলে এমনভাবে কেউ... এমনকি শিশুগুলোকেও ছাড়েনি!’’

নব্যেন্দু। ‘‘ঠিক বলেছ তুমি। আমারও তাি মনে হয়!’’

প্রনবেশ। ‘‘যাই হোক; আমরা ভাল আছি। যে সরকারই আসুক আর যাকনা কেন, ভরতে এমন হবে না।’’

মব্যেন্দু। ‘‘তাই ওসব ভেবে লাভ নেই। ওদের ব্যাপার ওরা ঠিকই বুঝে নেবে। আমি একটু মুচকি হাসলাম। ওরা আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালে বললাম— ‘‘রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, কিন্তু বলি প্রদত্ত হয় নীরিহ প্রজাগণ।’’

চিকিৎসক ঈশ্বরচন্দ্র

নীরেশ ভৌমিক

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র মহাশয়কে আমরা সাধারণত ভারত বর্ষের নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবেই জানি। তিনি শুধু একজন শিক্ষাবিদ বা শিক্ষাব্রতীই ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক। এদেশে শিক্ষার বিস্তারে বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রসারে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। জন্মের দ্বিশতবর্ষ পূর্তির অব্যবহিত পরে তাঁর অসংখ্য গুণাবলীর মধ্যে একটি অসামান্য গুণের কথা উল্লেখ করি।

অবিভক্ত বিহার রাজ্যের সাওতাঁল পরগণার কর্মাটারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি বাসস্থান ছিল। সেখানে তিনি তাঁর নিজের মনের মতো একটি বাড়ি নির্মান করেছিলেন। যখন তাঁর শরীর ও মন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়তো তখন তিনি শহরের কোলাহল থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার জন্য এবং কিছুদিন বিশ্রাম নেবার উদ্দেশ্যে কর্মাটারে চলে যেতেন। সেখানকার আদিবাসী ও সাঁওতাল পরিবারের মানুষজনের সাথে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একট নিবিড় সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। সেখানকার আপামর মানুষজন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাঁদের একজন আপনজন হিসেবেই মনে করতেন এবং দেবতা জ্ঞানে ঈশ্বরচন্দ্রকে সকলে পুজো করতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এই সমস্ত পিছিয়ে পড়া সমাজের মানুষজনকে নানাভাবে সহযোগিতা করতেন। শুধু তাই নয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন তাঁদের একজন পরমবন্ধু ও চিকিৎসক।

আমাদের সকলের হয়তো জানা নেই, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হিসেবে যথেষ্ট সুনাম ছিল। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিষয়ে তিনি দীর্ঘদিন চর্চা করেছেন। তেমনভাবে না হলেও পরিচিত মানুষজনকে চিকিৎসা করে সারিয়ে তুলতেন। কর্মাটারে গেলে এই কাজটাই তিনি বেশি করে করতেন। সেখানকার হতদরিদ্র আদিবাসী মানুষজনের চিকিৎসা করতেন এবং বিনা পয়সায় ঔষধও দিতেন। এজন্য যখনই তিনি কলকাতা থেকে কর্মাটারে যেতেন, তখনই সাথে করে প্রয়োজনীয় অনেক ঔষধও কিনে নিয়ে যেতেন।

চিকিৎসক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সেখানকার মানুষজন ভীষণ ভালোবাসতেন, ভক্তি শ্রদ্ধাও করতেন। নির্ভয়ে তাঁরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাত থেকে খাবার ও নানা জিনিষপত্র গ্রহন করছেন। তারাও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্য তাদের তৈরী নানা সামগ্রী ও সব্জি ও জমিতে উৎপন্ন ফসলও নিয়ে যেতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে নিজেদের তৈরী সামান্য দ্রব্যাদি তুলে দিয়ে অতিশয় খুশি হতেন এবং আনন্দ উপভোগ করতেন। কিছুদিন কর্মাটারে কাটিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেখান থেকে কলকাতায় ফিরে এলে আদিবাসী ও সাঁওতালরা কবে তিনি ফের কর্মাটারে ফিরে আসবেন। তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই অপার ভালোবাসা ও দানশীলতার জন্যই বিরল প্রতিভার অধিকারী কবি ও নাট্যকার মাইকেল মধুসূদনদত্ত লিখেগেছেন—

‘দয়ার সাগর তুমি বিখ্যাত ভুবনে,
করুনার সিন্ধু তুমি সেই জানে মনে।
দীন যে দীনের বন্ধু .....।

অনুষ্ঠিত হল "দত্তপুকুর নাট্যোৎসব ২০২৩"

প্রতিনিধি ঃ ১৯৯০ সালে নাট্য দল গঠনের পর থেকেই দত্তপুকুর দৃষ্টি তাদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক গঠনমূলক কর্মকান্ডের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। দৃষ্টির সেই সংস্কৃতি চর্চার আরও এক অন্যতম নিদর্শন হল এবারের এই "নাট্যোৎসব ২০২৩"।

২৮ ডিসেম্বর দৃষ্টির নিজস্ব শিল্পচর্চা কেন্দ্র 'শিল্পশালা'য় শুরু হয় এই উৎসব। উৎসবের প্রথম দিন উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙা শিল্পায়নের কর্ণধার ও পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাদেমির সদস্য শ্রী আশিস চট্টোপাধ্যায়, গোবরডাঙা নকসার কর্ণধার শ্রী আশিস দাস, ভাবনা জংশনের কর্ণধার শ্রী অভীক ভট্টাচার্য, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য শ্রী দীপেন্দু কুমার রায় ও নাট্য ব্যক্তিত্ব শ্রী সুব্রত রায়।

এবারের নাট্যোৎসবের তিন দিনে মোট ছয়টি নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রথম নাটক- "জোনাকিরা", নাট্যকার- শ্রী দেবাশিষ হালদার, নির্দেশনা- ঐশী ভট্টাচার্য্য, প্রযোজনা- দত্তপুকুর দৃষ্টি। দ্বিতীয় নাটক - "আশ্চর্য মানুষ", নির্দেশনা- আশিস দাস, প্রযোজনা - গোবরডাঙা নকসা। শুক্রবার

মঞ্চস্থ হয় নাটক - "আব্বুলিস", নাটক ও নির্দেশনা- সৌমেন রায়, প্রযোজনা - আলোর পাখি দত্তপুকুর। দ্বিতীয় নাটক - "জাঁতা বুড়ির কুয়ো", নাট্যরূপ ও ভাবনা - ভাস্কর মুখার্জি, প্রধান উপদেষ্টা - বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য, প্রযোজনা - দত্তপুকুর দৃষ্টি।

এই নাট্যোৎসবের তৃতীয় দিন বিশেষ আকর্ষণ ছিল দত্তপুকুর দৃষ্টির নবতম প্রযোজনা - "তোমার চোখে", নাটক ও নির্দেশনা - ঐশী ভট্টাচার্য্য, প্রযোজনা - দত্তপুকুর দৃষ্টি। দ্বিতীয় নাটক- "লাঠি", নির্দেশনা- জীবন অধিকারী, প্রযোজনা - গোবরডাঙা নাবিক নাট্যম। উৎসবের এই শেষ দিনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন - বিশিষ্ট নাট্য গবেষক ডঃ আশিস গোস্বামী, মধ্যমগ্রাম ঋতম নাট্য গোষ্ঠীর কর্ণধার শ্রী গৌতম সেনগুপ্ত এবং গোবরডাঙা নাবিক নাট্যম এর কর্ণধার শ্রী জীবন অধিকারী।

উত্তরবঙ্গে অনুষ্ঠিত হল চতুর্দশ রাজ্য শিশু কিশোর উৎসব

প্রতিনিধি ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে শিশু কিশোর একাডেমী আয়োজিত চতুর্দশ রাজ্য শিশু কিশোর উৎসব আয়োজিত হয় উত্তরবঙ্গের বালুরঘাট শহরে।

পাঁচ দিনব্যাপী এই বর্ণাঢ্য উৎসবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলাগুলি থেকে আমন্ত্রিত হয়ে শিশু শিল্পীরা কবিতা নাটক গান নৃত্য বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে হাজির হয়েছিল। মূলত বালুরঘাট রবীন্দ্র ভবনকে কেন্দ্র করে আরো একাধিক মুক্তমঞ্চে এই উৎসব সেজে ওঠে। বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বইয়ের স্টল, ম্যাজিক শো, আরো বিভিন্ন

অনুষ্ঠানের মজাদার আয়োজন ছিল এই রঙিন উৎসবে।

২৭ ডিসেম্বর স্বপ্নচর নাট্যদল (জলপাইগুড়ির শাখা) আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থাপন করে তাদের শিশু কিশোর নাটক শ্রীযুক্ত নরহরি দাস। উপেন্দ্রকিশোরের মজাদার কাহিনী থেকে নাট্যরূপ দেন সহকারী নির্দেশক সুদীপ্তা দাস। রূপসজ্জায় সৌমি সিনহা। আবহ প্রক্ষেপণে সৌরভ বিশ্বাস এবং অভিজিৎ দাস। নাট্য উপকরণ নির্মাণে শিক্ষক মনজিৎ রায় ও সঞ্জয় বসু। মঞ্চ, সঙ্গীত ও নির্দেশনায় মহঃ সেলিম। জলপাইগুড়ির কৃষি বাগান অ্যাডিশনাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচিকাচাদের সহযোগিতায় কর্মশালাভিত্তিক এই প্রযোজনাটি বর্তমানে একাধিক জায়গায় অভিনীত হয়েছে। মজাদার গল্প ও তার উপস্থাপনায় শিশুদের উজ্জ্বল উপস্থিতি দর্শকদেরকে আপ্লুত করেছে। এই নাটকে নরহরি নামক ছোট্ট ছাগলছানার চরিত্রে প্রিয়তম রায়, শিক্ষিকা ও মায়ের চরিত্রে আয়ুশী রায়, বুড়ো ষাঁড়ের চরিত্রে প্রণয় রায়, বাঘের চরিত্রে অনুপম রায়, ছোট্ট ছাগল ছানা মেংচির চরিত্রে লাবনী সূত্রধর প্রশংসনীয় অভিনয় করে।

এছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন চরিত্রে শ্রাবন্তী রায়, গোবিন্দ মন্ডল, আদিত্য ভৌমিক, গণেশ দাম, রাজদীপ রায়, রিদম সূত্রধর, অমৃতা ঘোষ, অঙ্কিতা ঘোষ, লাকি সূত্রধর নাচে গানে অভিনয়ে মঞ্চ ভরিয়ে রাখে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিটি শিশুকে শংসাপত্র এবং উপহার দেওয়া হয়।

মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল গোবরডাঙার মৃদঙ্গম নাট্য উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ সংস্থার অন্যতম বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী মৌমিতা দত্ত বনিকের মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গত ২৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় গোবরডাঙার শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটারে সূচনা হয় মৃদঙ্গম নাট্য উৎসবের। গোবরডাঙার পৌর প্রধান শংকর দত্ত, ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমীর সচিব হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায়, সদস্য বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব আশিস চট্টোপাধ্যায়, বর্ষিয়ান শিক্ষক পবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। মৃদঙ্গম এর সদস্যগণ সকল বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে নাট্যচর্চা ও প্রসারে মৃদঙ্গম নাট্য দল ও তার পরিচালক বরুণ করের উদ্যোগের ভূয়ষী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন। পরিচালক বরুণ কর জানান,

ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অর্থানুকুল্যে মৃদঙ্গম আয়োজিত ৫ দিন ব্যাপী জাতীয় নাট্যোৎসবে মোট ১০ খানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। উদ্বোধনী দিনে মঞ্চস্থ হয় শিল্পায়ন প্রযোজিত আশিস চ্যাটার্জী নির্দেশিত মঞ্চসফল নাটক পদ্মা নদীর মাঝি। দ্বিতীয় দিন শুরুতে আয়োজক মৃদঙ্গম প্রযোজিত মিন্টু মজুমদার নির্দেশিত সকলের ভলো লাগার নাটক ‘সেই জোকার এই সার্কাস’। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ছাড়াও আসাম, বিহার, নিউ দিল্লীর নাটকও উৎসবে মঞ্চস্থ হয়। গোবরডাঙা মৃদঙ্গম আয়োজিত ৫ দিনের এই জাতীয় নাট্য উৎসবকে ঘিরে এলেকার নাট্য প্রিয় মানুষজনের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

সন্ধ্যার প্রদীপ

বীণা বালা

জ্বেলেছি প্রদীপ সন্ধ্যায়
জ্বলেছে পবিত্র আলো
অন্ধকারের গ্লানি মুক্ত হয়ে
মন ভরে গেল খুশিতে।
চারিদিকে যেন আলোর উৎসব
মেতেছে স্বপ্নরা ও সন্ধ্যার প্রদীপে
এরই মাঝে হয়তো জীবন পেল ফিরে তার স্পন্দন;
অন্ধকার যতই থাক আজ
রাত্রি যত হোক গাঢ়
একটু আলো মুছে দিল জীবনের জীবন্ত সন্ধ্যার কালো
অন্ধকার ভেদ করে অগ্নিগর্ভা শিখায় জ্বলে দীপ
কিছু দেখতে চায় সে বলে—
জীবন ভোলো অন্ধকার- আলো জ্বালো,
চেয়ে দেখ মুছে যাবে সব পরাজয়
তোমার দুর্বার চেষ্টায়।
হোক না যত ক্ষুদ্র আলো
সারারাত না বা সে জ্বলুক
তবু সন্ধ্যার প্রদীপ
সন্ধ্যায় তো জ্বালো।।

হে বিশ্ব নিয়ন্তা

কণিকা বৈরাগী

হে বিশ্ব নিয়ন্তা আঁখি মেলে দেখ
অসহায় দীনহীনের কী দুর্দশা।
খেয়ালের রাজপথে লাগামহীন দৌরাত্ম
ওৎ পেতে হাঙর- কুমীর।
স্বজন মুখোশের আড়ালে গিরগিটি রং
কালো বাতাসে হতাশ বেদনা।
ব্যথার কাজল অশ্রুধার।
নিদাঘতপ্ত ক্লান্ত দুপুর
ফুটিফাঁটা সমাজ দর্পন।
বাড়ছে ত্রাস করছে গ্রাস
করোনা, আমফান, ইয়াস আর
ষড়যন্ত্রীর সাঁড়াসি আক্রমন।

শুধু সব শবের ভীড়ে ত্রাস
দলতন্ত্রে পুড়ছে গণতন্ত্রে মরছে শুধু মানুষ
অন্ধ তামশ কাটিয়ে কবে ফিরবে হুঁশ,
কবে ফিরবে দখিনার স্নিগ্ধ শীতলতা।

জয়নগরের মোয়া শিল্প সংকটে

দ্বিতীয় পাতার পর...

পুর, মাঝেরহাট, মিনাখাঁ, মগরাহাট, ডায়মন্ডহারবার, ক্যানিং। আবার উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট, বেড়ি গোপালপুর, মছলন্দপুর, হাবড়া, সিন্দ্রানী, বাগদহ, নলডুগারি, গোপালনগর, হেলেঞ্চা, নহাটা, বনগাঁ। আর নদিয়া জেলার রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, হাঁসখালি, বগুলা, বেতাই, ধুবুলিয়া, বীরনগর এবছর বাজার কিংবা হাটে ভালো নলেন বা খেজুরের গুড়ের যোগান অনেক কম।

একসময়ে শীতের কুয়াশা মাখা ভোরে শিউলিরা পাড়ায় পাড়ায় হেঁকে হেঁকে টাটকা খেজুর রস বিক্রি করতেন। সেসব দিন আজ অতীত। এখন তাঁদের দেখা আর মেলে না। টাটকা খেজুর রসের স্বাদই আলাদা। এই খেজুর রস খেয়ে শীতের সকালের আনন্দ উপভোগ করার দিন শেষ। এর প্রধান কারণ একটাই। খেজুর গাছের সংখ্যা দিন দিন কমে আসছে। আগের দিনের মতো কেউ আর যত্ন করে খেজুর গাছ লাগান না।

বাগদহ থানার মালিপোতা অঞ্চলের সুকুমার বিশ্বাস এবছর পঞ্চাশটা খেজুর গাছ জমা নিয়েছেন। তার সঙ্গে তিনজন সহকারি হিসেবে কাজ করছেন। তাঁদের মধ্যে দুজন রস যোগানের কাজ করেন। আর বাকি দু'জন জ্বালানির সাহায্যে রস ফুটানো। তারপর গুড়ের পাক এলেই গুড় তৈরি করেন। তবে কম করে কুড়ি কেজি উৎকৃষ্ট মানের গুড় তৈরি করতে পারলেই ভালো লাভের মুখ দেখতে পাওয়া যায়। ভালো ও খাঁটি পাইকারি গুড়ের দাম তিনশ' টাকা করে। আর খোলা বাজারে যা বিক্রি হয় তা পুরোটাই ভেজালে ভরা। কম দামে সকলেই ওই গুড় কিনে খাচ্ছেন। তাঁর এক সহকারি জানালেন, ভালো গুড় পেলে কেউ আর নকল গুড় ছুঁয়েও দেখবেন না। তবে ক'জন খদ্দের ভালো মন্দ চেনেন। সুকুমারবাবুর কথায়, তবে এবছর শীত একটু দেরি করে এসেছে। তাতে আবার শীতের বেগ তেমন একটা জোরে নেই। যদি কড়া শীতের সময় ঠিকঠাক রস পাওয়া যায়, তবে কিছুটা লাভের মুখ দেখা যেতে পারে।

অন্যদিকে, ক্যানিং মহকুমার কুমারশা গ্রামের গোপাল বিশ্বাস ও উত্তম বিশ্বাস জানালেন, 'এবছর শীতের মরসুমে খেজুর গাছ ঝোড়ানোর কাজ নেননি। কারণ, গত বছর খেজুরের গুড় বিক্রি করে লাভের মুখ দেখা তো দূরের কথা, উল্টে অনেক টাকা লোকসান হয়েছে। বেশ কিছু টাকা দেনা হয়ে গিয়েছিল। গত বছর দু'ভাই একসঙ্গে

কাজ করেছেন। গত বছর চল্লিশটার মতো গাছ ছিল। তার মধ্যে গোটা পনেরোটা গাছে পরিমাণ মতো রস পাননি। জমির মালিক বেশ কিছু পুরনো গাছ কেটে নিয়েছেন।'

বাসন্তী, গোসাবা, জয়নগর, মজিলপুর, মগরাহাট, সুভাষগ্রাম সহ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শিউলিরা

খেজুর গাছ ঝোড়াই করে নিজেরাই রস জোগাড় করতেন। তখন খেজুর গাছ প্রচুর ছিল। এখন বড়ো বড়ো গাছ কেটে বসতি গড়ে উঠেছে।

কেবল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাই নয়। এখন সব এলাকার ভাল গুড় জয়নগর ও বহড়ু এলাকার মোয়া তৈরির জন্য কারখানার মালিকরা গুড় সংগ্রহ করে নিচ্ছেন। এবছর ওই সব এলাকায় অনেক পুরনো গাছ পড়ে আছে। তেমন রস পাওয়া যাবে না বলেই। আবার নতুন গাছেও তেমন ভালো রস পাওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া অধিকাংশ ইটভাঁটা মালিক খেজুর গাছ কিনে নিয়ে যাচ্ছেন ইটভাঁটার জ্বালানির জন্য। আর ইটভাঁটার ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে শিউলিদের গ্রাম। এর ফলে পরিবেশ ভারসাম্য হারাচ্ছে। আর ধোঁয়ার কারণে সামান্য সময়ের মধ্যেই খেজুর রস গেঁজে যাচ্ছে। এসব কারণে উৎকৃষ্ট মানের নলেন গুড় তেমনভাবে তৈরি হচ্ছে না। ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসছে শিউলি পেশার সঙ্কট। নতুন করে এপেশায় এগিয়ে আসছেন না কেউ। চলে যাচ্ছেন অন্য পেশায়। একদিন এভাবেই হারিয়ে যাবে নলেন গুড় আর খেজুর রস।

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২

গাংনাপুর দেবলগড়ের পুরাতত্ত্ব

দ্বিতীয় পাতার পর...

শুরু হয় তিন মাসের অধ্যাপক ধনঞ্জয় নাসিপুরী ক্ষেত্র সমীক্ষা প্রকল্প। মোট দশটি গ্রাম জুড়ে দুটি সমীক্ষা দলের সদস্যরা প্রথম পর্যায়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা চালিয়েছেন ও এগিয়ে এসেছে গবেষণা সংস্থা আইআইএআরআই উদ্ধার হয়েছে অসংখ্য প্রত্নবস্তু। তৈরি হয়েছে গ্রামগুলির মানচিত্র। লেখা সম্ভব হয়েছে হারিয়ে যাওয়া নদী গুলির রূপরেখা। হাজার বছর আগেকার জলনির্গম প্রণালীকে প্রথম পর্যায়ের ক্ষেত্র সমীক্ষা প্রকল্পে রিপোর্ট গ্রহণ এবং আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন সংঘের সভাপতি শ্রী চিওরঞ্জন বিশ্বাস মহাশয়। সঙ্গে সঙ্গে বিগত ২৯-১২-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী দিনেও এগিয়ে চলবে এই ক্ষেত্র সমীক্ষা প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ।

দেবল গড়ের সুউচ্চ ঢিবিগুলিকে দেখবার জন্য উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগর ওয়েব পেজের পক্ষ থেকে শ্রী বিশ্বজিৎ ভৌমিক মহাশয়। অজপাড়া ব্লগ ও ভার্চুয়াল প্রকল্পের পক্ষে শ্রী রাজু বিশ্বাস মহাশয়। দেবলগড় প্রত্নক্ষেত্রের ওয়েব পেজ নির্মাণে অঙ্গীকার করেন।

দেবলগড়ের সঙ্গে কি জড়িয়ে আছে ৫০০ বছর পূর্বে এক ঐতিহাসিক কাহিনী চাঁদের ঘাটের সঙ্গে? একসময় দেবলগড়ের এক রাজা ছিলেন। তাঁর রাজপ্রাসাদ ছিল

বিরাট এলাকা নিয়ে। আজ নেই সেই রাজ পরিবারের কেউই। ছড়িয়ে আছে রাজ পরিবারের সময়ের কিছু পুরা সম্পদ ও ১৮ ইঞ্চি সুরাপাত্র পাওয়া গিয়েছিল। চিত্তরঞ্জন বাবু বলেন, এলাকার কিছু মানুষ সংগ্রহ করা পুরা সম্পদ রাখার জন্য ঘর চেয়েছিল। তিনি ঘর দিলেন, ভাবলেন এটা একটা কাজের কাজ হবে। স্থানীয় কৃষকেরা চাষ করতে গিয়ে পেলেন একাধিক দেবদেবীর মূর্তি, রাজপ্রাসাদের ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে যা সংগ্রহশালা স্থান পেয়েছে। চিত্তরঞ্জন বাবুর বিষয়ের প্রতি নৈকট্য আর্কিওলজির সমৃদ্ধি আনবে। এই মানুষটির কাজের স্বীকৃতি কোনদিন পাবে কিনা জানিনা। আমাদের পিকনিক পার্টির সভাপতি আইনজীবী শ্রদ্ধেয় স্বপন মুখার্জি এবং সম্পাদক দিলীপ দে মহাশয় তার কাজের ব্যাপক প্রশংসা করেন এবং আমাদের মত সাধারন মানুষদের ওই এলাকায় নিয়ে পুরাতত্ত্ব সম্ভার দেখার সুযোগ করে দেন সেজন্য আমরাও কৃতজ্ঞ।

গাইঘাটা ব্লক পুষ্প, কৃষি ও শিল্পমেলা ২০২৪

২২তম বর্ষ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সারণী

উদ্বোধক ঃ **মাননীয় পার্থ ভৌমিক**, সেচ ও জলসম্পদ মন্ত্রী, পঃবঃ সরকার
প্রধান অতিথি ঃ **মাননীয় শ্রী নারায়ণ গোস্বামী**,
বিধায়ক, সভাধিপতি, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ
বিশেষ অতিথি ঃ **মাননীয় শ্রী নির্মল ঘোষ**, বিধায়ক, গভঃ চিপ হুইপ
মাননীয় শ্রী বিশ্বজিৎ দাস, বিধায়ক

৬ জানুয়ারী ২০২৪, শনিবার

বৈকাল ৩ ঘটিকায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন।
উত্তোলক ঃ **মাননীয় পার্থ ভৌমিক**, সেচ ও জলসম্পদ মন্ত্রী, পঃবঃ সরকার
গাইঘাটা ব্লক পুষ্প, কৃষি ও শিল্পমেলার পতাকা উত্তোলন
উত্তোলন করবেন- **মাননীয় শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র ঘটক**, সভাপতি, পুষ্প, কৃষি মেলা কমিটি

সম্মানীয় অতিথি বৃন্দ

মাননীয় শ্রী সুরজিৎ কুমার বিশ্বাস, প্রাক্তণ বিধায়ক
মাননীয় শ্রীমতী মমতা ঠাকুর,
প্রাক্তণ সাংসদ, চেয়ারম্যান মতুয়া ওয়েলফেয়ার বোর্ড
মাননীয় শ্রীমতী ঊর্মি দে বিশ্বাস, মহকুমা শাসক, বনগাঁ
মাননীয় শ্রীমতী ইলা বাকচী, সভাপতি, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি
মাননীয় শ্রী গোবিন্দ দাস, সহ সভাপতি, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি
মাননীয় শ্রী শঙ্কর দত্ত, চেয়ারম্যান গোবরডাঙ্গা পৌরসভা
মাননীয় শ্রী অর্ক পাঁজা, এসডিপিও, বনগাঁ
মাননীয় শ্রী বলাই ঘোষ, ওসি, গাইঘাটা,
মাননীয় শ্রী নিরুপম রায়, কর্মাধ্যক্ষ, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি
মাননীয় শ্রী নরোত্তম বিশ্বাস, সমাজসেবী
মাননীয় শ্রী অজিত সাহা, জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ, উঃ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ
মাননীয়া শ্রীমতী শিপ্রা বিশ্বাস, সদস্যা, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ
মাননীয়া শ্রীমতী নিভারানী ঘোষ, প্রধান, শিমুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
মাননীয় শ্রী দীপক মণ্ডল, প্রধান, ইছাপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত

নমস্কার ও ধন্যবাদান্তে,—

রমন দে	অভিজিৎ বিশ্বাস	গোবিন্দ চন্দ্র ঘটক
সাধারণ সম্পাদক	সম্পাদক	সভাপতি

মেঘলা মুখটা

হরষিত রায়

আমি যে কেনো ভুলে গেছি হায়...
তোমার ফুটফুটে জোছনা মুখশ্রীকে
আব্ছা চোখে দ্যাখি, তোমার আকাশ হৃদয়টা

করোনার মেঘলা মাস্কের বুকে
যেদিন ঢেকেছো তোমার মৃদু হাসিটা
লুকিয়েছো প্রেম মুখশ্রীর মায়াবী ছবিটা।

চিবিয়ে চিবিয়ে... পিষে পিষে ইচ্ছাটাকে
গিলে খাই জীবনের সব সুখ দুঃখটা
চষে চষে বেড়াই তাই, মৃত্যুর জংলা বুকটা।

বজ্রালোক হাতে শত চেষ্টাতেও
প্রত্যাঘাতিনী মাস্কটাকে সরিয়ে তবু
দ্যাখতে পাইনা কেনো যে ... তোমার মেঘলা মুখটা।

কোন সে কবি

বিজয় কৃষ্ণ রায়

কোন সে কবি আজও আছেন
সবার মনের মাঝে
কোন সে কবির মধুর গান
জীবন-বীণায় বাজে?
কোন সে কবি চিনতে পারেন
সবুজ শিশুর মন
কোন সে কবির কাব্যগুণে
মুগ্ধ বিশ্বজন?
কোন সে কবি নোবেল পেলেন
লিখেই গীতাঞ্জলি
কোন সে কবির মনটা যেন
ফোটা ফুলের কলি?
কোন সে কবি 'বিশ্বকবি'
'ঠাকুর কবি' নাম
কোলকাতারই জোড়াসাঁকোয়
কোন সে কবির ধাম?

নহাটা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উৎসবে ঠাকুরনগর পরশ এর মূকাভিনয়

সঞ্জিত সাহা ঃ বনগাঁ গোপালনগর থানার নহাটা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৭৫ তম বর্ষ উপলক্ষে ৮ দিন ব্যাপি নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গত ২ জানুয়ারি মধ্যাহ্নে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনের সুসজ্জিত মঞ্চে প্রদীপ প্রোজ্জ্বলন ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উৎসবের সূচনা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্যের খাদ্য সরবরাহ মন্ত্রী রথীন ঘোষ ও বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করেন প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ বৈদ্য। বহু বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে।

এদিন অপরাহ্নে বিশিষ্ট সানাই বাদক সুব্রত গোলদারের সানাই এর সুরে আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী শ্রেয়া চক্রবর্তীর কণ্ঠের রবীন্দ্র সংগীতের অনুষ্ঠান উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। সন্ধ্যায় ঠাকুরনগরের পরশ সোস্যাল এন্ড কালচারাল অর্গানাইজেশনের ছোট বড় শিল্পীগণ পরিবেশিত মূকাভিনয় 'চিলি চাইল্ড' সমবেত দর্শক সাধারনের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। সবশেষে ছিল লিলি মণ্ডল পরিবেশিত আধুনিক বাংলা গানের অনুষ্ঠান। এদিনের প্রচন্ড ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেও বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী সহ এলেকার সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনের স্বতঃ স্ফূর্ত উপস্থিতিতে সমগ্র অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে ওঠে।

তরুণ তীর্থের বার্ষিক শিক্ষা শিবির

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৬-৩০ ডিসেম্বরে গাইঘাটার গাজনায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল তরুণ তীর্থের বার্ষিক জেলা শিক্ষা শিবির। গোবরডাঙা পার্শ্বস্থ গাজনা কিশলয় তরুণ তীর্থের ব্যবস্থানায় আয়োজিত শিক্ষা শিবিরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে দুই শতাধিক শিশু কিশোর অংশ গ্রহন করে। শিক্ষা শিবিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অরুন অধিকারী, গীতিকার তাপস অধিকারী, ব্লকের অন্যতম শিক্ষা বন্ধু মিলন কান্তি সাহা, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মৃগেন্দ্র নাথ সাহা প্রমুখ। ছিলেন মুর্শিদাবাদ থেকে আগত অন্যতম সংগঠক সুজিৎ ব্যানার্জী এবং তরুনতীর্থের জেলা সভাপতি মৃনাল গুপ্ত ও সম্পাদক মিলন নন্দী প্রমুখ।

আয়োজক কিশলয় তরুন তীর্থের পরিচালক ভাস্কর বসু, সুজিৎ দে আগত সকল বিশিষ্টজন দেরকে স্বাগত জানান। বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ তাঁদের বক্তব্যে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শিশু কিশোরদের সঠিক ভাবে গড়ে তুলতে তরুনতীর্থের মতো সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতা তুলে ধরেন। আয়োজিত শিক্ষা শিবিরে শিশু কিশোরগণ ৩ দিন ব্যাপী পিটি, প্যারেড, ব্রতচারী, ড্রিল, ছড়ার ব্যায়াম, লোকনৃত্য ছাড়াও সংগীত, নৃত্য আবৃত্তি ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষন গ্রহন করে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত বিশিষ্ট প্রশিক্ষকগণ আয়োজিত শিক্ষা শিবিরে প্রশিক্ষন প্রদান করেন। ২৯ আগষ্ট শিবিরে আসেন আমেরিকার লেহা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী অরূপ সেনগুপ্ত। গাজনা কিশলয় তরুনতীর্থের সম্পাদক ভাস্কর বসু জানান, অধ্যাপক ড. সেনগুপ্ত মানবদরদি একজন প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ। প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নে এবং ছাত্র ছাত্রীদের কল্যানে তাঁর দান আমাদের চলার পথের পাথেয় স্বরূপ। সুটিয়া হাই স্কুলের অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রঞ্জিত কর্মকার ও হাবড়া পৌরসভার কাউন্সিলর কৃষ্ণা রায় কবি অরুনাভ লাহিড়ি ও সংগীত শিল্পী দেবাশিস দাসগুপ্ত, শিক্ষক তাপস মণ্ডল, সুটিয়ার প্রধান পম্পা পাল শিবিরে আসেন। কিশোর কুমার ব্যাপারী, সুজিৎ দে, ভাস্কর বসু প্রমুখের প্রয়াসে তরুন তীর্থের বার্ষিক শিক্ষা শিবির ২০২৩ সার্থকতা লাভ করে।

সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত উদিচীর থিয়েটার কার্নিভাল

নীরেশ ভৌমিক ঃ নাট্যদলের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্য সংস্থা উদিচী আয়োজন করেছিল ৩০ ঘন্টা ব্যাপী থিয়েটার কার্নিভাল ও সেই সঙ্গে মনোজ্ঞ শাস্ত্রীর সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান। গত ৩১ ডিসেম্বর বর্ষ শেষের দিনের সন্ধ্যায় গোবরডাঙার পৌর টাউন হলের সুসজ্জিত মঞ্চে মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে আয়োজিত থিয়েটার কার্নিভালের সূচনা করেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও বিধায়ক নারায়ন গোস্বামী, ছিলেন গোবরডাঙার পৌরপ্রধান শংকর দত্ত, নাট্য সমালোচক অভীক ভট্টাচার্য, প্রধান শিক্ষক অশোক পাল ও সংস্কৃতি প্রেমী বিশিষ্ট আইনজীবী বর্ণালী দে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী দেবাঙ্কিতা ঘোষকে উদ্যোক্তারা বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

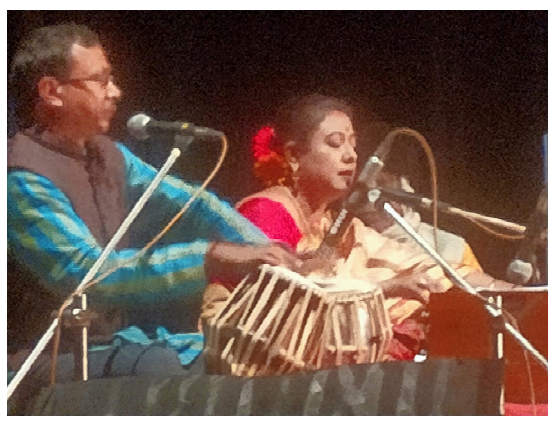

উপস্থিত নেতৃবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে সুস্থ্য সংস্কৃতি এবং নাটকের চর্চা ও প্রসারে গোবরডাঙা উদীচী ও তাঁর কর্ণধার জয়দীপ বিশ্বাসের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। সেই সঙ্গে সংস্থার পথ চলার ২৫ বৎসর উপলক্ষে ৩০ ঘন্টা ব্যাপী নাটক ও সেই সঙ্গে সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনের প্রয়াসের ভূয়ষী প্রশংসা করেন এবং আয়োজিত অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের শেষে প্রখ্যাত নৃত্য শিল্পী চিন্ময় পালের কত্থক নৃত্যের অনুষ্ঠান উপস্থিত দর্শক মণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করে। সারা রাত ব্যাপী নাট্যনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত দলের ৬ খানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। পরদিন জানুয়ারি ২০২৪ প্রথম দিনের সকালে সাত্যকি ব্যানার্জীর মনোজ্ঞ লোক সংগীতের অনুষ্ঠান শেষে বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় বহু মানুষের সমাগম ঘটে অপরাহ্নে ছিল 'গোবরডাঙার থিয়েটার এর ভবিষ্যৎ ও অর্থ' শীর্ষক আলোচনা সভা। সবকিছু মিলিয়ে গোবরডাঙা উদিচী আয়োজিত জেলার উল্লেখযোগ্য ৩০ ঘন্টা ব্যাপী থিয়েটার কার্নিভলি সহ সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান এলেকায় বেশ সাড়া ফেলে।

সাড়ম্বরে তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের ২৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস সহা সমারোহে পালিত হল গাইঘাটা ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে ও গ্রামে। এদিন সকাল থেকে দলীয় নেতা কর্মীগণ বিভিন্ন অঞ্চলের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে দলীয় পতাকা, বেলুন ফ্লেক্স ফেস্টুন ও দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের ছবি ও রঙ বেরঙের কাগজ দিয়ে দলীয় কার্যালয় সজ্জিত করেন। চাঁদপাড়া বাজার পার্শ্বস্থ ব্লক কার্যালয়ে দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ছিলেন ব্লক সভাপতি শ্যামল বিশ্বাস, চাঁদপাড়ার প্রধান দীপক দাস, পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ও দলনেতা মধুসূদন সিংহ প্রমুখ। শ্রী সিংহ জানান, এদিন মণ্ডলপাড়া ও দোগাছিয়া গ্রামেও দলীয় নেতা কর্মীগণ নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেন। ঝাউডাঙা বাজারে দলীয় কার্যালয় অঙ্গনে দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়। দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন দলীয় নেতৃবৃন্দ। চাঁদপাড়া ষ্টেশন সংলগ্ন ঢাকুরিয়া গ্রামীন তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়েও দিনটি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের বর্ষিয়ান নেতা চিত্তরঞ্জন হালদার, দলনেতা উত্তম লোধ, জয়দেব বর্ধন, দলীয় পঞ্চায়েত সদস্যা সুষমা মজুমদার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কার্যলয় প্রাঙ্গন দলীয় পতাকায় সাজানো হয়। দলীয় পতাকা উত্তোলন ও নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শেষে সকলের মধ্যে মিষ্টি বিতরন করা হয়।

অন্যদিকে এদিন গাইঘাটা পশ্চিমের ইছাপুর জলেশ্বর ধর্মপুর শিমূলপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও দলের প্রতিষ্ঠা দিবস মহা সমারোহে পালন করা হয়। দলের প্রতিষ্ঠাতা তথা রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর লড়াই আন্দোলন ও অবদান তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। দলের সদ্য প্রয়াত নেতা ব্লক সভাপতি বিপ্লব দাসের স্মরণে অনুষ্ঠিত স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্যা শিপ্রা বিশ্বাস। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও মহিলা নেত্রী ইলা বাকচি ও দলনেতা গোবিন্দ দাস, ব্লকের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ছেকাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাৎসরিক মিলনোৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও বর্ষশেষে বাৎসরিক মিলন উৎসবের আয়োজন করে গাইঘাটা পূর্ব চক্রের সেকাটি এ ফ পি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষার্থীগণ। গত ২৯ ডিসেম্বর বিদ্যালয় প্রাঙ্গনের সুসজ্জিত মঞ্চে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বক্চি, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, স্থানীয় ডুমা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ছন্দা সরকার, সদস্যা চন্দ্রা দে, শিক্ষক নেতৃত্ব স্বপন পাঠক, শিক্ষনুরাগী যাদব মণ্ডল, নিধির দাস প্রমুখ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ইলারানী মণ্ডল উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সহকর্মী শিক্ষক শিক্ষিকাগণ উপস্থিত সকল বিশিষ্ট জনদের বরণ করে নেন। সভাপতি শ্রীমতী বাকচি সহ সকল বিশিষ্ট জনেরা তাঁদের বক্তব্যে শিশু শিক্ষার্থীদের প্রতিভার সার্বিক বিকাশ সাধনে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীগণের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। বিদ্যালয়ের ছোট বড় পড়ুয়া ও শিক্ষক শিক্ষার্থীগণের আন্তরিক উদ্যোগে বিদ্যালয় অঙ্গনে শিক্ষানীয় নানা বিষয়ের উপর চিত্র প্রদর্শনী ও ছাত্র ছাত্রীদের তৈরি বিভিন্ন হস্তশিল্পের প্রদর্শন সকলের নজর কাড়ে। সুসজ্জিত মঞ্চে শিক্ষার্থীগণ পরিবেশিত সংগীত নৃত্য আবৃত্তি ও যোগাসন প্রদর্শনী সমবেত ছাত্র ছাত্রী তাঁদের অভিভাবকগনের প্রশংসালাভ করে। মধ্যাহ্নে উপস্থিত সকলের জন্য ছিল আহারের ব্যবস্থা।

বিজয়ার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভকামনা জানাই

BIS - 916

সরকার অনুমোদিত হলমার্ক শোরুম-

M: 9733901247

অলঙ্কার

গিনি সোনার অলঙ্কার নির্মাতা ও বিক্রেতা

যশোহর রোড, বাটার মোড়, বনগাঁ